তৃতীয় মাত্রা

পর্ব-৬৫০৭

উপস্থাপনা: জিল্লুর রহমান

আলোচক- পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)'র নির্বাহী পরিচালক ড.ফাহমিদা খাতুন।

তারিখ-২৬.০৫.২০২১

জিল্লুর রহমানঃ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য। অতি মারির কারণে একদিকে জীবন নিয়ে সংখ্যা এবং অন্যদিকে জীবিকার সংকট। গোটা পৃথিবী জুড়েই এই সংকট চলছে বাংলাদেশও এর বাইরে নয় এবং এইরকম আবহাওয়ার মধ্যে আগামী তেশরা জুন সংসদে জাতীয় ২১ এবং ২২ অর্থবছরের বাজেট উত্থাপিত হবে। এই বাজেট প্রতিবছরই আসে এবং বাজেট একটি রাজনৈতিক দর্শন। বাজেট প্রতিবছর আয়-ব্যয়ের একটি হিসেব তবে প্রতিবছর অর্থনীতিবিদরা রাজনীতিবিদরা এটাই বলেন যে, বাজেট বাস্তবায়ন হচ্ছে একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ। যখন নতুন কোন বাজেট হয় এবং তার সাথে আমরা যখন আগের বাজেটের কম্পেয়ার করি তখনই আসলে বিষয়টি উঠে আসে। বাজেট আসলে যথাযথ বাস্তবায়িত হয়নি এবং এই চ্যানেলটি নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি তখন আসলে নানা দিক উঠে আসলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এই মহামারীর মধ্যেও আমাদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া দরকার। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ সবচেয়ে কম। এই বরাদ্দ অন্যান্য দেশের তুলনায় আনুপাতিক হারও অনেক কম। কিন্তু বরাদ্দ যাই করুক না কেন সেই বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নেই এর মধ্যে সবচাইতে দুর্যোগ মন্ত্রণালয় হচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালায়ের। একদিকে সক্ষমতার অভাব অন্যদিকে দুর্নীতি অনিয়ম ও ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় সব মিলিয়ে আমরা কেমন বাজেট চাই? কেমন বাজেট হওয়া উচিত এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে আছে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)'র নির্বাহী পরিচালক ড.ফাহমিদা খাতুন। স্বাগতম আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায়। প্রথমেই এম এ মান্নান আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই কেমন হওয়ায় উচিত আগামী বাজেট।

এম এ মান্নানঃ ধন্যবাদ আপনাকে। প্রথমে আমি যে কথাগুলো বলব সেগুলো আমার পুরোটাই ব্যক্তিগত মতামত। কেমন বাজেট চাই যদি আমি সত্যিকার অর্থেই বাজেটটা বানাতে পারতাম তাহলে আমি একটা ন্যায় সঙ্গত ভাবে সমাজের যে সকল গরীব মানুষটাগুলো রয়েছে যেগুলো অন্যায় ভাবে কষ্টে থাকছে ওই জিনিসগুলোকে এডজাস্ট করতাম। গরীব মানুষটাগুলো আমার সবথেকে টপ মস্ট প্রাইওরিটি থাকতো বাজেটে। আমি এরকম একটা বাজেট চাই। গ্রাম ও শহরের আমাদের ঐতিহ্যগতভাবে একটা বিভাজন করা আছে সেই বিভাজনটা উপনিবেশিক শাসকরা করেছে। দেশের অভ্যন্তরীণ তারা তাদের নিজস্ব স্বার্থের জন্য এই এইরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছে ফলে ভ্রান্ত ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ন্যায় বিচার জীবনের সুযোগ সুবিধা বাজেট থেকে যেটা পাওয়ার কথা সেটি তারা পায়নি। এটি আসলে অ্যাড্রেস করার জন্য চেষ্টা করতাম। আরেকটি বিষয় হচ্ছে দারিদ্রতা যে আমাদের গেড়ে বসে আছে সেগুলো অ্যাড্রেস করার সময় এসেছে। গম উৎপাদন বাড়ছে সুতরাং এখানের দারিদ্রকে অ্যাড্রেস করা এখন শ্রেষ্ঠ কিন্তু শুধু

টাকা দিয়ে দারিদ্রতা দূর করা যাবে না। সেটা পলিসিগত ভাবে দারিদ্রতাকে ঠিক করতে হবে। আর একটা বিষয় হচ্ছে ভুল সংস্কার।

ভুল সংস্কার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষিত অর্থনৈতিক বিষয়। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর উন্নয়নে বিরাট পরিবরতন মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভুল সংস্কার। তাই এটি পরীক্ষিত সত্য যে ভুল সংস্কার ছাড়া আমাদের অর্জন সম্ভব নয়। আমাদের ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি মালিকানা ঐতিহ্যগতভাবে অন্যায় ভাবে এই জিনিসগুলো অ্যাড্রেস করা খুব বেশি উচিত। বাজেট প্রণয়নের একটা অংশ আমাদের মন্ত্রণালয়ের আছে। বাজেটের আগ্রহের একটা বড় অংশ হচ্ছে আমাদের মন্ত্রণালয়ের বাজেট। যদিও পুরো বাজেটের ৪০ থেকে ৪৫ পারসেন্ট বাজেট আমাদের উন্নয়নের বাজেট আমার এখানে প্রক্রিয়াজাত হয়। আমাদের যা বলে এই বছরের জন্য শিক্ষা-স্বাস্থ্যে এত টাকা দিতে পারি এর বেশি আমরা দিতে পারব না। সুতরাং এই বাজেটের একটা বিরাট ফাঁকফোকর রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কভিডের কারণে আমাদের যে সকল বড় বড় মেগা প্রকল্প গুলো বাস্তবায়িত হয়নি,বাধাগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে কতদিন আগে বলেছেন যে, তিনি চান যে সকল প্রকল্প রয়েছে ক্ষতিগ্রস্থ সে সকল প্রকল্পগুলোতে মনোযোগ দিয়ে বেশি বরাদ্দ দেয়া, বেশি জোর দেয়া। সেগুলো তুলে আনার চেষ্টা করা। আরেকটি সেটি হচ্ছে স্বাস্থ্যখাতে আমাদের জনগণের উন্নয়নের একটি সবকিছু এড্রেস করতে হলে আমাদের কোভিডকে অ্যাড্রেস করতে হবে। আবার কোভিডের মধ্যে কোভিড রয়েছে। কোভিডের মধ্যে আমাদের ভ্যাকসিন এখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ভ্যাকসিন নিয়ে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য আমাদের। ভারত আমাদের সাথে তাদের যে চুক্তি ছিল সেটি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সেটি তারাও জানতো না। কিন্তু তাদের এই জিনিসগুলোর জন্য আমাদের দেশে ভ্যাকসিন আসা অনেকটা উলটপালট হয়ে গেছে। তবে এখানে আশাকরি, সরকার শুরু করেছে অন্যান্য দেশ থেকে ভ্যাকসিন নিয়ে আসার জন্য। যেই গ্যাপটা তৈরি হয়েছে সেটি যদি আমরা কাভার করতে পারি আমরা মনে করি তাহলে এই জিনিসগুলো মোটামুটি ঠিক থাকবে বলে আমার ধারণা করছি।

জিল্লুর রহমানঃ ড.ফাহমিদা খাতুন শুনবো আপনার কাছ থেকে এইযে প্রকল্পগুলোর কথা মন্ত্রীদের উল্লেখ করলেন আমরা অনেকেই জানি বাংলাদেশের প্রকল্পগুলোর অনেকেই বলেন এখন মেগা কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে এবং এখন প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রিক চিন্তা করছি তো আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই কেমন বাজেট হওয়া উচিত?

ড.ফাহমিদা খাতুনঃ ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা প্রথমেই বলব এটি হবে কোভিডের দ্বিতীয় বাজেট। আমরা গত বছর যে বাজেটটি দেখেছিলাম সেটা ছিল কোভিডের প্রথম বাজেট। তো আমরা আশা করছিলাম, বাজেটটি সত্যিকার অর্থে কোভিডের বাজেট হবে। এইসময় আর কিছু চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই যে আমার প্রবৃদ্ধিটা কেমন হলো। মূল বিষয়টা হচ্ছে মানুষের পেটে খাবার যাচ্ছে কিনা এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে স্বাস্থ্যটা। বিশ্বে করোনা থেকে মুক্তি পাচ্ছে কিনা কিংবা করোনা হলে সেখানে চিকিৎসাটা পাচ্ছে কিনা। সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত হয়েছে কিনা। হাসপাতালে করানো আক্রান্ত রোগীদের জন্য যথেষ্ট যন্ত্রপাতি আছে কিনা। আইসিও আছে কিনা। করোনা টেস্ট এর জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে কিনা এবং ব্যাপকভাবে মাস্ক ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা। প্রাথমিকভাবে এটার জন্য যে বরাদ্দ ছিল সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা। গত অর্থবছরেও আমরা বরাবরই দেখেছি যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য এই খাতগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বরাদ্দ থাকে। ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। একটা উদীয়মান অর্থনীতির জন্য হ্যাঁ ঠিক অবকাঠামোর উন্নয়ন এর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তার সাথে সাথে আমাদের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে ঘুরতে যাওয়াটা খুব জরুরী। গত বছর আমরা

দেখেছিস্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ যেই বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল সেটি আসলে দুঃখজনক। কারণ কি হাসপাতালে অবকাঠামোর পাশাপাশি সেখানে ডাক্তার দরকার এবং যারা স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে তাদের যদি বিনিয়োগ ঠিকমত না হয় তাহলে স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন সম্ভব? স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটি টা খুলে দিতে প্রথম বিষয়টি হচ্ছে বরাদ্দ দেওয়া এবং দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে বরাদ্দ দিয়ে ব্যবহার করতে পারছেন না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, বরাদ্দ দিয়ে সেই খাত যেহুতু ব্যবহার করতে পারছেন না তাই সেই খাতে বরাদ্দ দিচ্ছেন না। এটা আসলে একটা বেঞ্চমার্ক হিসেবে কার্যকর। আমি ১০০ টাকা দিলাম কিন্তু সেখানে তারা ৫০ টাকা খরচ করল তাহলে সেটার জন্য নতুন করে বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয় না। এটি আসলে খুবই দুঃখজনক। স্বাস্থ্যখাত নিয়ে কোভিডের আগে অবশ্য আলোচনা হয়েছে। আমাদের স্বাস্থ্য খাতে যে অপর্যাপ্ততা এবং দুর্নীতি সুশাসনের অভাব এই জিনিসগুলো আরও প্রকট হচ্ছে। এই কোভিডের সময় আমাদের সামনে বিষয়টি ধরা দিয়েছে, উঠে এসেছে তাই এখনই সময় ভালো করে জিনিসটা সংস্কার করা। মাননীয় মন্ত্রী যে ভূমি সংস্কারের কথা বলেছে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাজেটে অবশ্য আমরা এক বছরে আয় ব্যয় বরাদ্দ দিব কিন্তু তার পাশাপাশি মধ্যমেয়াদি যেই সংস্কার করাটাও জরুরী। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর সুশাসন বরধন এই জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের হাতে যে নগদ অর্থ যাবে সেটার জন্য সামাজিক সুরক্ষার কর্মসূচি আরো বাড়ানো প্রয়োজন এবং তার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রত্যেকটা কাজের জন্য প্রয়োজন। করোনার সময় সরকারের ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমরা সারা পৃথিবীতে দেখছি। ১৯০ টার মত দেশ আসলে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু সরকারি এগিয়ে এসেছে। সেজন্য সরকারের ব্যয়ের মাধ্যমে একদিকে যেমন মানুষকে স্বল্পকালীন টিকিয়ে রাখবে এবং অন্যদিকে যারা কর্মসংস্থান হারিয়েছেন তারা যেন বাজারে ফেরত আসতে পারেন। তাদের চাকরিটা যেন ফেরত আসতে পারে এই ধরনের কাজের জন্য আসলে ব্যয় করা উচিত। গতবছর বাজেটের যে তথ্যগুলো দেখা যাচ্ছে,সেখানে আমরা দেখছি যে গত নয় মাসে বাজেটের বাস্তবায়নের যে পরিমাণ সেটি আরও বৃদ্ধি করার কথা ছিল। এদের মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন আরো কম। সামরিকভাবে ৪২% এডিপির বাস্তবায়ন হয়েছে কিন্তু স্বাস্থ্যখাতে মাত্র ২১ থেকে ২২ শতাংশ সেটা কিনা ৪২ এর উপরে আরো ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ হওয়ার কথা ছিল। এই যদি আমাদের সক্ষমতা হয় তাহলে আমরা যে স্পিডে যাচ্ছি সেখানে উন্নয়ন কিন্তু আসলে সম্ভব নয়। আমরা ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হব।২০৪১ সালের উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হব সেগুলোর জন্য তো শুধু প্রবৃদ্ধির হলে হবে না সেগুলো সামগ্রিকভাবে সবগুলোকে একসঙ্গে নিয়ে আগাতে হবে। আশা করছি যে, গত বাজেটের যেই দুর্বলতা ছিল সেগুলো এই বাজেটে পূরণ হবে। তবে আমরা যেহেতু জানি যে, বাজেটের কিছু কিছু তথ্য আগেই চলে আসে এবং সেখানে আভাস পাওয়া যাচ্ছে, এবারের বাজেট ও খুব একটা ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি না। একটা গতানুগতিক বাজেটের চিত্র তাই আসলে পাওয়া যাচ্ছে। তবে বাজেটের আরো কিছুটা সময় আছে তো আমি আশা করছি সেখানে তারা কিছুটা পরিবর্তন করবে।

জিল্লুর রহমানঃ এম এ মান্নান আপনি বলুন।

এম এ মান্নানঃ আপনার কথা অনুযায়ী বলতে হবে প্রবৃদ্ধি নিয়ে আমাদের প্রতিবছরই মনোযোগ যেটাকে আমরা বলি গ্রোথ মেনিয়া। যেটা মাঝখানে কয়েক বছর বেশ পপুলার ছিল। আমি মনে করি একটা মানুষের যদি পকেটে পয়সা না থাকে তাহলে তো আমার পয়সা মেনিয়া হবেই। যদি পকেটে খাবার না থাকে তাহলে তো আমার ফুড মেনিয়া হবেই। আমাদের মতো ডেভলপ কান্ট্রিতে আমি মনে করি সম্পদ সৃষ্টি না হলে সম্পদ কাউকে দিতে পারবো না। আমি মনে করি এখানে একটু ব্যালেন্স করা উচিত তবে। এটির এসেনশিয়াল কয়েকটি কেন্দ্রে থাকা উচিত। আমিও তাই বললাম যে গতানুগতিক বাজেট আমরাও দেখছি।

অবশ্যই ঢাকার রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়েছে। মানুষ বিভিন্ন জেলায় চলে গেছে। এই যে মানুষগুলো যে কাজ ফেলে গ্রামে চলে গেলেন তারা মূলত সামাজিক বন্ধনের মধ্যে ঢুকে যায়। সরকার সোসিয়াল সেফটি স্প্রেড করেছে। গ্রাম অঞ্চলের গরিবদের জন্য কিন্তু আমাদের সরকার ১০ টাকা কেজি মূল্যের চাল বিতরণ করেছিল। বিনামূল্যে খাবার আমরা বিতরণ করেছি। আরেকটি বিষয় হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫০ লাখ পরিবারকে আড়াই হাজার টাকা করে প্রত্যেকটি পরিবারকে দিয়েছিলেন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। আড়াই কোটি মানুষ এই বেনিফিট পেয়েছিল। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে আগের মতো গতানুগতিক বাজেট কি হবে সেটি চিন্তা করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতি কতদিন থাকবে আসলে সেই আলোকেই সব কিছু সাজাতে হবে। আমরা তিন , চার পার্সেন্ট থেকে যে ৮ পার্সেন্টে পৌছালাম সেটা তো আমাদের কৃতিত্ব। আমাদের কৌশলের একটা সাফল্য। তাহলে আমি হুট করে কেন এই উন্নয়ন পরিবর্তন করব। সুতরাং, গতানুগতিক মানে হলেও ভালোটা ফলো করা দরকার। দ্বিতীয় নাম্বারটি হচ্ছে কোভিডের বাস্তবায়ন। আজকে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ভয় করছিল যে গত কয়েক দিন আক্রমণের সংখ্যা বেড়েছে এবং 40 জনের মতো মানুষ মারা গেছে এটা মূল কারণ আমরা যদি বলি গঙ্গা নদীর প্রবাহ পানিপ্রবাহ। কিন্তু এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা ফাইট করতে পারব না। আমরা বাতাস, পানি ও প্রাকৃতিক জিনিসগুলোতে ফাইট করতে পারবোনা। তাই এইটা মোকাবেলা করা আমাদের সরকারের নাম্বার ওয়ান কাজ। আমি মনে করি, আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাথায় নিশ্চিত এই জিনিসটা ঘুরছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা নিয়ে ভাববেন যে কিভাবে এটাকে এডজাস্ট করা যায়। আসলে এটাই সবচেয়ে বড় কৌশল কুইক এডজাস্টমেন্ট। সেটি সরকার পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সরকার এডজাস্ট করার চেষ্টা করে সে বিশ্বাস আছে।

জিল্লুর রহমানঃ ডক্টর ফাহমিদা খাতুন আপনি সরকারের ব্যয় বাড়ানোর কথা বলছিলে এবং ব্যয়ের সাথে আসলে মেগা মেগা প্রকল্প গুলো জড়িত। কিন্তু আসলে বিনিয়োগ হচ্ছে না। বিশেষ করে প্রাইভেট সেক্টরে অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে না। ফরেন ইনভেসমেন্ট খুব একটা আশা করা যাচ্ছে না এবং রিফর্মস কথা বলা হচ্ছে বরাবরই কিন্তু রিফর্মসের ওপর মনোযোগ দিতে চান না কেন আপনার কি মনে হয়?

ডক্টর ফাহমিদা খাতুনঃ ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য সেখানে অনেক নীতিমালা রয়েছে। তারপরে বিনিয়োগের জন্য যে আস্থা থাকে সেরকম একটা আস্থার অভাব রয়েছে। এরমধ্যে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। ইকোনমিক ফোরামের যে গ্লোবাল কম্পিটিটিভ বিষয় থাকে এর মধ্যে রয়েছে বিষয় হল- কষ্ট ডুইং বিজনেস কিংবা ইস ডুইং বিজনেস। সেখানে আমাদের অবস্থানটা কোথায়? এখানে দুর্নীতির কথা আছে আমলাতান্ত্রিক কথার কথা আছে। দেখা যায়, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সেটাই সুদের হার অনেক বেশি। এটা অনেকে বলে থাকেন এসবের কারণে বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখন তাদের বিনিয়োগের আটকে থাকবেন এবং সেটা একটা ফলাফল. আমরা দেখছি যে, ব্যাংকে প্রচুর তারল্য প্রবাহ আছে. কিন্তু সে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরে ঋণ প্রবাহ হচ্ছে না। সুতরাং, এখানে সরকারকে এগিয়ে আসতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপির বিশাল একটা অংশ খরচ করা হয়েছে মানুষের উন্নয়নের জন্য। আমরা সংস্কারের কথা বলছি। এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে নগদ সহায়তা মানুষকে দিতে হবে। মানুষকে বাঁচতে দিতে হবে কারণ আপনি যখন ঋণ দিচ্ছেন বড় ব্যবসায়ীদের তারা কিন্তু সেটা খুব দ্রুত ব্যবহার করতে পারছে। কিন্তু যারা ক্ষুদ্র কুটির শিল্প মাঝারি তারা কিন্তু এই সুবিধাটা ব্যবহার করতে পারেনি। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তারা যখন ব্যাংকে যায় ব্যাংকে যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি তারা পূরণ করতে পারেন না। তাদের ট্রেড লাইসেন্স নাই। তাদের ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার নেই। ব্যাংকে গেলে সকল ডকুমেন্ট প্রয়োজন পড়ে সেই বাধার কারণে অনেকেই যায়নি। বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তারা যারা ব্যাংকে

যাচ্ছেন কিন্তু গেলেও সেই টাকাটা পাচ্ছেন না। এরকম নানা রকম প্রণোদনা তারা পাচ্ছে না। এই সাপোর্টগুলো দিতে হলে আমাদের জন্য ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটগুলো হয়েছে। তাদের কিন্তু নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের সর্বোচ্চদের সাথে যোগাযোগ। কিন্তু ওদের সেই নেটওয়ার্ক খুব সূক্ষ্মভাবে কাঁথা আছে। আমাদের প্রণোদনা প্যাকেজ ভিত্তিক সেটা ঠিক এমনই মনে করে। সঠিকভাবে ব্যয় যে বিষয়টা সেটায় আসলে নগদ টাকার সাপোর্টার বেশি হওয়া দরকার। দ্বিতীয় আরেকটি কথা হচ্ছে বাজেটের সংস্কার। আমি মনে করি যে, বাজেটে এক বছরে কোথায় আয় ব্যয় হচ্ছে সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিডিপিতে। বাংলাদেশের দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে কম ঋণ দেয়া হয়। যেটি আরো কমে গেছে। বাংলাদেশের ১৬ কোটি জনগণ অনেকে কর দিচ্ছেন কিন্তু আমরা মনে করি যে কর আসলে যাদের দেওয়া প্রয়োজন তারা দিচ্ছেন না আর যারাএই কর জালের আওতায় আছে তারাও যে নিয়মিত পর দিচ্ছে এমনটাও নয়। সেই জায়গাগুলোতে সংস্কার করার জন্য দক্ষ জনগোষ্ঠী এবং প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেটি চিহ্নিত করা দরকার। যেমন করফাঁকির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। ব্যাংকের সাথে তাদের ব্যাংক একাউন্ট, তার সেলারি একাউন্ট, একসাথে মিলিয়ে রাখি তাহলে আসলে বোঝার সহজ কে কর ফাঁকি দিচ্ছে আর কে কর ফাঁকি দিচ্ছে না। ভারতে যে আধার কার্ড প্রবর্তন করা হয়েছে সেটি যদি আমরা করতে পারি সেটিতে কর ফাঁকির সুযোগটা অনেকাংশে কমে যায়। প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাও থাকতে হবে। তেমনি মাননীয় মন্ত্রী ভূমি সংস্কারের কথাগুলো বলছিস। ভূমি সংস্কার একটি বিরাট জিনিস।মাননীয় মন্ত্রী বললেন সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের কেউ পরিবর্তন চায় না কারণ পরিবর্তন করার ফলে অনেকের যে স্বার্থ রয়েছে। তারা কিন্তু চাইবেন না আপনি খুব সহজে এটি পরিবর্তন করুন এবং তারা অনেক প্রভাবশালী। এরপর আমরা যদি ব্যাংকিংখাতের কথা দেখি সেখানে ঋণখেলাপির মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। সেখানেও আসলে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় মন্ত্রী বললেন আমরা সম্পদ সৃষ্টি করব এবং তাদের সেই অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করলে তাহলে কিন্তু সেটি সবাই পাবেন। সরকার নীতিমালা করবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীনতা দিবে। প্রতিষ্ঠান মধ্যেও যদি কোনো অনিয়ম থাকে তাদের কাজের অবহেলা থাকে যোগ্যতার অভাব থাকে সেগুলো কে যাতে এই সমস্ত নিয়মের মধ্যে আনা যায় সেটাই কিন্তু আনা দরকার। কিন্তু দিনের শেষে আসলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা তাহলেই আসলে বিভাজন কমানো সম্ভব। গ্রাম-শহরে নারী পুরুষের বিভাজন গুলো আসলে কমানো সম্ভব। আমাদের প্রবৃদ্ধি পৃথিবীর উদাহরণ কিন্তু আমাদের একদিকে বৈষম্য বাড়ছে একদিকে প্রবৃদ্ধি বাড়ছে তবে বৈষম্য কমানোর জন্য আমি যদি নীতিমালা আনি সেগুলো বাস্তবায়ন না করি তাহলে সেটি সুফল কিন্তু আমাদের কাছে পৌছাবে না।

এম এ মান্নানঃ একটা বিষয় উঠে আসছে সেটা হল সংস্কার। আমি দুটো বিষয়ে বলবো বঙ্গবন্ধু দুটো ক্ষেত্রে মৌলিক সংস্কারশুরু করেছিল। একটি হচ্ছে ১০০ বিঘের উপরে কোন জমি কেউ কিনতে পারবেনা। তাকে হত্যার পর কিভাবে চালাকি করে এই বিষয়টি বন্ধ করে দেয়া হলে। এখন মানুষের এক হাজার বিঘা জমি ও আছে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে তিনি প্রথম প্রাথমিক স্কুলগুলো সরকারি করেছিলেন। ২৫ থেকে ৩০ হাজার স্কুল তিনি প্রথম সরকারি করেছেন কারণ আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব হচ্ছে ইউনিভার্সেল এডুকেশন ফর অল। তাকে হত্যার পর প্রথম সামরিক শাসনের নিজের রাজনৈতিক জায়গা খুঁজে বের করার জন্য আরও বেশি সংখ্যক মাদ্রাসাগুলো সরকারি করা হলো এখন ফলাফল কি আমাদের দুইটা প্যারালাল সিস্টেম মুখোমুখি আছে। এটি দেখে বোঝা যায় কুসংস্কারকে কিভাবে মানুষকে যে বিপথগামী করে এটি হচ্ছে এই জিনিসটাই উদাহরণ।

জিল্লুর রাহমান উনি বলছিলেন অর্থ সংগ্রহে প্রবাহ নিয়ে। এটি আমরা ইতিমধ্যে কাজ করেছি। বাংলাদেশ ব্যাংকে অর্ডার দেয়া হয়েছে। এনজিও ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে একটা বাধা ছিল সেটা খুলে দেওয়া হয়েছে। ডক্টর ফাহমিদা খাতুন একটা কথা বলছিলেন যে ঋণ হিসেবে না দিয়ে প্রণোদনা প্যাকেজ আসলে নগদ টাকায় দিয়ে দিলাম তাহলে ভাল হয়। সমস্যাটা হচ্ছে আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আসলে ধরা যায় না। আপনি বললেন নিবন্ধন নাই, টিআইএন নাই, এসকল জটিলতার কারণে নাম্বার ওয়ান। নাম্বার ২ হচ্ছে এরা যেখানেকাজ করে তাদের যে স্বকীয়তা রয়েছে, অসম্ভব শক্তিশালী একটা ফ্যাক্টর কিন্তু আমি মনে করি যে তাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে প্রটেকশন। যাতে তারা নিরাপদে নির্বিঘ্নে আমলাদের থেকে দূরে থেকে কাজ করতে পারে এবং সেটি সরকার করছে আরো নিচে। যারা তাদের জন্য আমাদের বিনামূল্যে খাবার বলেন, ১০ লাখ টাকার চাল বলেন, তারপর হচ্ছে মোবাইলে প্রণোদনা প্যাকেজ এগুলো দিয়েছি। কিন্তু এগুলো প্রপার না হলেও দুর্নীতি কিছু হয়েছিল কিন্তু সেভেন্টি পার্সেন্ট টাকা কিন্তু মানুষের কাছে ফাইনালি পৌঁছেছে বলে আমরা মনে করি। ইকোনমিক শাস্ত্রে তো এটাই বলা হচ্ছে উন্নয়নের প্রথম ধাপে বৈষম্য অবশ্যই বাড়বে। বৈষম্য বাড়ছে কিন্তু নিচের লাইনটাও উপরে উঠছে। যে ১০০ টাকার মালিক ছিলেন এখন আপনি ৩০০ টাকার মালিক হয়েছেন। আমাদের কাজ হচ্ছে যে নিম্নে যারা আছে যারা খুব দূর্ভোগে আছে তাদেরকে সাহায্য করা। এটা আমরা করেছি। যদি দেখেন যে আমাদের দেশে হাঙ্গার সেই হাঙ্গার নেই। মুদ্রাস্ফীতি কে ধরে রেখে হেলথকেয়ার গ্রামে পৌঁছে দিয়েছে। আমি মনে করি যে শেখ হাসিনা যদি বেহেশতে যান তবে এই জন্য যাবেন যে প্রত্যেক ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছেন। বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষকে কুড়ে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছেন। তাই দরিদ্রের বৈষম্য আসলে কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় কিন্তু আমাদের বৈষম্য কে কমিয়ে সহিষ্ণু মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

ড.ফাহমিদা খাতুনঃ আমরা কিন্তু এখন উন্নয়নশীল দেশে গ্রাজুয়েট করেছি। প্রাথমিক পর্যায়ের অনেক দেশ রয়েছে যারা উন্নয়নের সাথে বৈষম্য ও বেড়েছে। কিন্তু এখন এই জিনিসটা এই মডেলটা আমাদের দেশের জন্য কার্যকরী নেই। এই থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে যে, আমাদের এই মডেলটা সাসটেইনেবল না। আর এটাই সময় এই বৈষম্যটা এখন মিনিমাইজ করার চেষ্টা করতাম। আবার আমরা যদি দেখি যে, বাংলাদেশ ধনীদের সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে চীনের চাইতেও বেশি। এই জিনিসগুলোকে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে সুশাসনের অভাব এবং নানা প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগিয়ে সেগুলো থেকে করা হচ্ছে। আমরা তো বাংলাদেশের টাকা কানাডা বা বিভিন্ন দেশে নিয়ে গিয়ে বিলাসবহুল ভাবে ব্যবহার করছি বা বসবাস করছি এই জিনিসগুলো তো আসলে কোথা থেকে হচ্ছে সেটার একটা প্রতিফলন। আমরা বলছি এই মডেলটা আসলে সাসটেন এবেল না। পৃথিবীর বহু দেশে ল্যাটিন আমেরিকা কিন্তু তাদের অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু তাদের এত বৈষম্য বেড়েছে যে তারা শেষমেশ সারভাইভ করতে পারে নাই। সুতরাং, মানুষ কিন্তু কাজের জায়গাটায় ফিরে আসছে কিন্তু তারা কম বেতনের ফিরে আসছে। এটা একটি বিষয়, অর্থনীতি আরো গতিশীল হতে থাকবে। ম্যানুয়াল লিভারের প্রয়োজন দিন দিন কমতে থাকবে। আমাদের কাজের জায়গাটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বসে আছে তাদের কর্মক্ষেত্রের অভাব আছে। সেটার জন্য মূল প্রস্তুত কি আছে কিনা সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। সবাই যেহুতু চাকরি করতে পারবে না কর্মক্ষেত্র স্বল্পতার জন্য অনেকেই নিজেরা আসলে উদ্যোক্তা হতে চান। তাদের জন্য আসলে আমাদের ফাইন্যান্স টা কেমন হবে এই পরিকল্পনাগুলো এখনই করতে হবে। আরেকটি জিনিস হচ্ছে মানব সম্পদকে তৈরি করা। আজকে আমরা বাইরে যে মানুষ পাঠাচ্ছি সেগুলো আসলে একটা সময় আর দরকার পড়বে না তো এই জিনিসগুলো আসুন আমরা কিভাবে প্রস্তুত থাকবো এই জিনিসগুলো এখন থেকে পরিকল্পনা করতে হবে। কৃষিতে ক্রমান্বয়ে উৎপাদনশীলতা এবং উৎকর্ষতা এবং একই সাথে নানারকম টেকনিক ব্যবহার করা খুবই

দরকার। আমাদের যে বাম্পার ফলন হয়েছে কৃষকদের জন্য ভর্তুকি দেয়া হয়েছে সেটি তারা কিন্তু কাজে লাগাতে পারছে। কিন্তু আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে যে এরকম জিনিসগুলো কিভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। একইসাথে কৃষিজমি সহজে কমে যাচ্ছে। সেটি আমাদের লক্ষ্য করতে হবে সে বাজেটকে কেন্দ্র করে আমাদের আগামী বছরের চিন্তা করলাম এটা নয় আসলে আমাদের তিন বছর, চারবছর, পাঁচবছর এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। আমরা যে সামাজিক নিরাপত্তার বরাদ্দ দিচ্ছি সেটি কম। একটি বিষয় হচ্ছে ইউনিভার্সিটি প্রোডাকশনের যে বিষয়টা সেই বিষয়টা আসলে আসলে আমরা আগেই প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল। তাহলে আমার একটা সামাজিক বরাদ্দ থাকত প্ল্যান থাকত এবং আমাদের একটা ন্যাশনাল স্ট্যাটিজি। এটা একটা ছিল ২০১৫ সালে এটা কিন্তু এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। এবং ওইটার মধ্যে একটা লক্ষ্যমাত্রা ছিল যে প্রায় সাড়ে তিন কোটি অতি দরিদ্রদের সাহায্য করা হবে এটা কিন্তু খুবই জরুরি যা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, স্বাস্থ্য আমাদের আসলে নিজেদের পকেট থেকে খরচ বেশি হয় কারণ সরকারি যে স্বাস্থ্যসেবা সেটা কিন্তু সবাই পাচ্ছে না। সেভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে না। অনেকে এটা প্রাইভেট হেলথকেয়ার এর মধ্যে যাচ্ছে। সেটা যত কম থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের যদি সর্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থাকত পৃথিবীর উন্নত দেশ কাছাকাছি দেশীয় থাইল্যান্ড তারা কিন্তু সেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আওতায় আছে এবং তাদের কিন্তু খুব ভালো ফল দিচ্ছে। এই সংকটের সময় এবং কর্মসংস্থানের বিষয়টা হচ্ছে আমাদের চেয়ে একটি প্রকল্প ছিল যে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। কর্মসংস্থানের বিষয়টা আসলে আইন হিসেবে প্রণয়ন করা হয় এবং সংসদে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যদি দেখি প্রতিবেশী দেশ ভারতে যদি ন্যাশনাল জেনারেল রুরাল এম্প্লয়মেন্ট জেনারেশন ১৯৭০ সালে মহারাষ্ট্রের দিকে হয়েছিল। তাদের এত সাফল্য হয়েছিল যে তারা সেটা তাদের পার্লামেন্ট আইন হিসেবে প্রণয়ন করেছিল এবং যার ফলে তার ফলে সরকার জাতিকে টার্গেট গ্রুপ তাদের কাছে কর্মসংস্থান দিতে বাধ্য থাকবে। আমাদের এই জিনিসটা করা দরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী যে আমরা বলছি দিচ্ছি, তাদের সাহায্য দিচ্ছি এটি কিন্তু দেশের জনগণের অধিকার। সেই রাইট এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরকারকে আরো বাড়াতে হবে।

এম এ মান্নানঃ যে গতিতে আমরা এগচ্ছি প্রথমবারের মতো আমাদের মনে আশা জন্মেছে বোধহয় আমরা এগুলোকে অর্জন করতে পারব। যা ১০ বছর আগেও চিন্তা করতে পারলাম না। এই সকল জিনিসগুলোর উন্নয়নের জন্য আমাদের স্বাস্থ্যখাতে, সামাজিক নিরাপত্তা খাতে এবং অন্যান্য খাতগুলোতে আমরা শারীরিকভাবে প্রথম স্টেপ নিলাম। এগুলো আমাদের দায়িত্ব এবং সেই কাজগুলো আমরা করছি আমি মনে করি ইউ ক্যান হ্যাভ ট্রাস্ট ইন ইউর গভর্মেন্ট। গভর্নমেন্ট ইস ডুইং ইট।

ড.ফাহমিদা খাতুনঃ আমি সবশেষে বলতে চাই যে গবেষণা কথা যে আপনি বললেন যে গবেষণার জন্য তথ্য-উপাত্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র। এই উপাত্তগুলো সরকারি দিতে পারে। আপনাকে আমরা আসস্থ করছি যে তথ্যগুলো রয়েছে এই সকল কিছুর নিউ পরিসংখ্যান যা তথ্য চাইছেন পাবেন। সেই অসস্তি আমরা জনগণের সামনে দিচ্ছি।

জিল্লুর রহমানঃ দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। তৃতীয় মাত্রাসম্পর্কে আপনার লিখতে পারেন আমাদের অফিশিয়াল পেইজ রয়েছে সেখানে বা সোশ্যাল মিডিয়া বা ওয়েবসাইটে। অনুষ্ঠানটি আপনারা প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুইটায় এবং সোমবার সকাল সাড়ে ১১ টায় এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল।

আসন্ন বাজেট কেমন হওয়া উচিত এবং কেমন হতে যাচ্ছে সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা কথা বলছিলেন। দুইজনই বলছিলেন সংবিধান এবং নিম্ন আয়ের মানুষ কষ্ট দূর হয় সেই বাজেট করতে হবে মন্ত্রী বলছিলেন গ্রাম-শহরের বিভাজন দূর করতে হবে। সেটি আসলে ফাহমিদা খাতুন তিনি নারী-পুরুষের বৈষম্য ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য পূর্ব-পশ্চিমে বৈষম্যের কথা বলছিলেন। টাকা দিয়ে দরিদ্র দূর করা সম্ভব নয় সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ডক্টর ফাহমিদা খাতুন এবং সেখানে পৌঁছে দিতে হবে সে পলিসি। ভূমি সংস্কারের ব্যাপারেও বলছিলেন দুইজন। অন্যদিকে শিক্ষাখাতে এবং স্বাস্থ্যখাতে আসলে মনোযোগ দেওয়া দরকার দুই জন এটিও বলছিলেন। এবারের বাজেটিও গতানুগতিক একটি বাজেট হতে যাচ্ছে সেটি একটি ইঙ্গিত আমার পেয়েছি। সম্পদ সৃষ্টি করার কথা মন্ত্রী বলছেন কিন্তু সম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি সম্পদ বিতরণ করার কথা আসলে ফামিদা খাতুন বলছিলেন। একইসাথে দক্ষ জনশক্তি, প্রযুক্তি ব্যবহার এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার বিষয়টি তিনি বারবার বলেছেন। আশা করি এবারের বাজেটে মন্ত্রী এবং অর্থনীতিবিদ হিসেবে তারা বলেছেন সেই সকল বিষয়গুলো মনোযোগ দেয়া হবে। দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।